বিজিবি দিবস-২০১৬ এর আনুষ্ঠানিক কুচকাওয়াজ

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

মঙ্গলবার, ২০ ডিসেম্বর ২০১৬, বিজিবি সদর দপ্তর, পিলখানা, ঢাকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি,
সহকর্মীবৃন্দ,
তিন বাহিনী প্রধানগণ,
বিজিবি মহাপরিচালক,
সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাবৃন্দ,
বিজিবি সদস্যবৃন্দ।

আসসলামু আলাইকুম।

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) দিবস-২০১৬ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আমার শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। বর্ণাঢ্য এই কুচকাওয়াজে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য বিজিবি মহাপরিচালককে আন্তরিক ধন্যবাদ। বার্ষিক এই আয়োজনে বিজিবি'র সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও সদস্যদের অভিনন্দন জানাচ্ছি।

ডিসেম্বর আমাদের বিজয়ের মাস। আজ আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি, আমাদের মহান নেতা, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরন করছি-স্বাধীনতার জন্য আত্মোৎসর্গকারী লক্ষ-লক্ষ শহীদ ও সম্ভ্রম হারা ২ লাখ মা-বোনকে। জাতীয় চার নেতার বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।

মহান মুক্তিযুদ্ধে সেদিনের ইপিআর আর আজকের বিজিবি'র অনেক সদস্য সম্মুখ সমরে জীবন দিয়েছেন। কেউ বা পঙ্গুত্ব নিয়ে জীবন যাপন করছেন। মুক্তিযুদ্ধে এই বাহিনীর রয়েছে গৌরবময় ও সমৃদ্ধ ইতিহাস।

এই বাহিনী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহবানে সাড়া দিয়ে পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ১৯৭১ সালের ২৬ শে মার্চ প্রথম প্রহরে তৎকালীন ইপিআর এর বেতারকর্মীরা এই পিলখানা থেকেই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণা সমগ্র দেশে প্রচার করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা ওয়্যারলেসযোগে প্রচার করায় ইপিআরের সুবেদার মেজর শওকত আলীসহ তিনজনকে পাক হানাদার বাহিনী নির্মমভাবে হত্যা করে।

২২১ বছরের ঐতিহ্যবাহী সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর প্রায় ১২ হাজার বাঙালি সদস্য মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। এ বাহিনীর ২জন বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ এবং শহীদ ল্যান্স নায়েক মুন্সী আব্দুর রউফসহ ৮ জন বীর উত্তম, ৩২ জন বীর বিক্রম এবং ৭৭ জন বীর প্রতীক মুক্তিযুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শন করে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে মহিমান্বিত করেছেন।

পাক হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসরদের মোকাবেলা করতে গিয়ে এ বাহিনীর ৮১৭ জন সদস্য শাহাদাত বরণ করেন। আমি তাঁদের মহান আত্মত্যাগ গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি।

২০০৯ সালের ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারি পিলখানায় সংঘটিত বিদ্রোহ ও হত্যাকান্ড এ বাহিনীর ইতিহাসে একটি কালো অধ্যায়। সে সময় সরকার গঠনের পরপরই বিডিআর বিদ্রোহ ও হত্যাকান্ডর মতো ন্যাক্কারজনক ও অস্থিতিশীল পরিস্থিতি আমাদের মোকাবিলা করতে হয়।

বিডিআর বিদ্রোহের চক্রান্তকারীদের সকল অপতৎপরতা আমরা ধৈর্য ও সতর্কতার সাথে মোকাবেলা করেছিলাম। এ বাহিনীতে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমরা যেসব দূরদর্শী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলাম তা আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। আপনাদের সকলের সহযোগিতায় সেই সংকটময় পরিস্থিতি কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়েছিল।

বিজিবি সদস্য হিসেবে আপনাদের বিশ্বস্ততা পরীক্ষিত। সবার আন্তরিক প্রচেষ্টায় বিজিবি এখন একটি গতিশীল ও আধুনিক বাহিনীতে পরিণত হয়েছে। আপনাদের কঠোর পরিশ্রমে এ বাহিনীর সুনাম ও মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

প্রিয় বিজিবি সদস্যবৃন্দ,

আপনাদের উপর দেশের সীমান্ত রক্ষার মহান দায়িত্ব রয়েছে। সীমান্ত রক্ষাসহ অন্যান্য দায়িত্ব যেমন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা প্রদান, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলাসহ দেশগঠনমূলক কাজে আপনাদের ভূমিকা ও পেশাদারিত্ব আজ সব মহলে প্রশংসিত হচ্ছে।

বিগত বছরগুলোতে সারা দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাসহ জনসাধারণের জান-মাল রক্ষায় আপনাদের ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়। বিশেষ করে গত ০৫ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে এ সরকারের ২য় মেয়াদের প্রথম বছর পূর্তি উপলক্ষে বিএনপি এবং জামায়াত শিবিরের জ্বালাও পোড়াও ও পেট্রোল বোমা সন্ত্রাসীদের নৈরাজ্য সৃষ্টির অপতৎপরতা প্রতিহত করতে আপনারা যে দক্ষতা দেখিয়েছেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়।

সীমান্তে আপনাদের কঠোর অবস্থানের ফলে চোরাচালান, মাদক পাচার, নারী-শিশু পাচার এবং সীমান্ত অপরাধ বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। সীমান্তে নিরীহ বাংলাদেশী নিহতের ঘটনা আমাদের কাছে অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয়। তবে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আপনাদের প্রচেষ্টায় বিএসএফ এর সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক জোরদারের ফলে সীমান্তে নিহতের ঘটনা কমে এসেছে।

প্রিয় বিজিবি সদস্যবৃন্দ,

এ বাহিনীকে একটি আধুনিক ও যুগোপযোগী সীমান্তরক্ষী বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ আইন-২০১০ আমরা পাশ করেছি। এই বাহিনীকে একটি আধুনিক বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমরা ব্যাপক সংস্কার ও উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি।

এরই ধারাবাহিকতায় বিজিবি'র অপারেশনাল কার্যক্রমকে বেগবান ও গতিশীল করতে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আমি বিগত ২৩ জানুয়ারি ২০১১ তারিখে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) এর পতাকা উত্তোলন করেছিলাম। বিজিবি'র নতুন সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী ৪টি রিজিয়ন সদর দপ্তর স্থাপন করে কমান্ড স্তর বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে এ বাহিনীকে আরও গতিশীল ও ফলপ্রসূ করা হয়েছে।

বিজিবির গোয়েন্দা সংস্থাকে শক্তিশালী করে বর্ডার সিকিউরিটি ব্যুরো স্থাপন করা হয়েছে। ৪টি নতুন সেক্টর ও ৪টি রিজিয়নাল ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো স্থাপন করা হয়েছে। নতুন অনুমোদিত ১৫টি ব্যাটালিয়ন স্থাপনের মাধ্যমে প্রথম পর্যায়ের পুনর্গঠনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

বিজিবি'র জনবল বৃদ্ধি করেছি। বিজিবিতে ২০০৯ সাল থেকে এ যাবত ২৪ হাজার ২৩৪ জন জনবল নিয়োগ করা হয়েছে। বিভিন্ন পদে ২৬ হাজার ২২১ জন বিজিবি সদস্যকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

বিজিবি'তে ৮৮তম ব্যাচে প্রথমবারের মতো ৯৭ জন নারী সৈনিক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তারা সফলভাবে তাদের মৌলিক প্রশিক্ষণ শেষে ইউনিটে যোগদান করেছে। বিজিবি হাসপাতাল, ঢাকার তত্ত্বাবধানে ৫০ জন নারী সৈনিককে মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণ শেষে তাদেরকে বিজিবি হাসপাতালসমূহে বদলী করা হবে।

এ বছর ৮৯তম ব্যাচে আরো ৯৩ জন নারী সৈনিক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে তারা বর্ডার গার্ড ট্রেনিং সেন্টার এন্ড কলেজে প্রশিক্ষণরত আছে এবং ৯০তম ব্যাচে আরও ১০০ জন নারী সৈনিক ভর্তির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। বিজিবি'তে নারী সৈনিক নিয়োগের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নে আমরা আরও একধাপ এগিয়ে গেলাম।

প্রিয় বিজিবি সদস্যবৃন্দ,

এ বাহিনীর অপারেশনাল সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিজিবি পুনর্গঠনের আওতায় ব্যাপক উন্নয়নমূলক কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং বেশ কিছু কাজ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এসবের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে-

সম্প্রতি ১৫টি 'সাইক্লোন শেল্টার' টাইপ বিওপি, ৭৫টি 'এ' টাইপ বিওপি এবং ১২৮টি বিএসপি নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়াও আরো নতুন ৬০টি বিওপি এবং ২০টি প্রিফেব্রিকেটেড শেল্টার টাইপ বিওপি নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে।

ভারত এবং মায়ানমার এর সাথে ৪৭৯ কিঃমিঃ অরক্ষিত সীমান্ত এলাকায় নতুন ০৪টি ব্যাটালিয়ন এবং ৫৫টি বিওপি নির্মাণের মাধ্যমে ৩৭০কিঃ মিঃ সীমানা ইতিমধ্যে নজরদারীতে আনা হয়েছে।

বর্তমান সরকারের উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর উন্নয়নকল্পে অপারেশনাল ও লজিস্টিক সক্ষমতা বৃদ্ধি লক্ষ্যে নাইট ভিশন বাইনোকুলার, থার্মাল ইমেজিং বাইনোকুলার, নাইট ভিশন গগল্স, বুলেট প্রুফ জ্যাকেট,

বুলেট প্রুফ হেলমেট, জেনারেটর, ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট, স্টোরেজ ড্রাই কন্টেইনার, জিপিএস উইথ কলিগ পজিশন এবং স্যাটেলাইট ফোন ক্রয় করা হয়েছে। এছাড়া সীমান্ত সড়ক নির্মাণের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

দেশের সীমান্ত এলাকায় নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, অরক্ষিত সীমান্ত ও দুর্গম পাহাড়ী এলাকায় নজরদারী বৃদ্ধিসহ সন্ত্রাসী কর্মকান্ড প্রতিহত করার লক্ষ্যে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর সাংগঠনিক কাঠামোতে একটি স্বতন্ত্র এয়ার উইং সৃজনের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে এবং ০৫ জুন ২০১৬ তারিখে চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায় এয়ার উইং এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে।

এছাড়া কনস্ট্রাকশন ব্যাটালিয়ন গঠন, ডগ স্কোয়াড গঠন,রিভারাইন ব্যাটিলিয়ান গঠন, সৌর বিদ্যুতায়ন, ডিজিটাল কার্যক্রমের আওতায় ডিজিটাল ডাটা নেটওয়ার্ক (ডিডিএন) থেকে ভার্চুয়াল প্রাইভেট নেটওয়ার্ক (ভিপিএন)-এ উন্নীতকরণ, বিজিবি সদস্যদের দেশ-বিদেশে প্রশিক্ষণ, বিজিবি সদস্যদের রেশন বৃদ্ধি, তাদের আবাসন সমস্যা সমাধানে বেশ কয়েকটি ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। বিজিবি' সদস্যদের কল্যাণের জন্য হাসপাতাল, বিজিবি ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট নির্মাণ এবং সীমান্ত ব্যাঙ্ক গঠন করা হয়েছে। বিজিবি কল্যাণ ট্রাস্ট, বিজিবি পাওয়ারে কোম্পানী এবং সীমান্ত সম্ভার মার্কেট নির্মাণ হচ্ছে।

প্রিয় বিজিবি সদস্যবৃন্দ,

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালের ৮ জানুয়ারি পিলখানায় তৎকালীন বাংলাদেশ রাইফেল্স এর ১ম ব্যাচের প্রশিক্ষণ সমাপনী কুচকাওয়াজে অভিবাদন গ্রহন ও প্যারেড পরিদর্শন করেছিলেন।

জাতির পিতার প্রত্যাশা ছিল এ বাহিনী দেশের সীমান্ত রক্ষা ও চোরাচালান প্রতিরোধের মাধ্যমে সার্বভৌমত্ব রক্ষার পাশাপাশি দেশের অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে। ১৯৭২ সালে বিদেশী এক সাংবাদিককে দেয়া স্বাক্ষাতকারে দেশের অর্থনীতি কিভাবে শক্তিশালী করবেন-এমন এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছিলেন-'উই হ্যাভ লং লং টেরিটরিজ'।

বঙ্গবন্ধুর ১৯৭৪ সালের ১৫ডিসেম্বর জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণের অংশ বিশেষ উদ্বৃত করছি- বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, ''উনিশ'শ একাত্তর সালের ডিসেম্বর মাসের ১৬ তারিখে আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা সংগ্রামের সমাপ্তি এবং অর্থনৈতিক মুক্তিযুদ্ধের শুরু। এই যুদ্ধে এক মরণপন সংগ্রাম আমরা শুরু করেছি। এই সংগ্রাম অনেক বেশী সময়সাপেক্ষ ও কষ্টসাধ্য। তবে আমরা যদি ঐক্যবদ্ধ থেকে কঠোর পরিশ্রম করি এবং সৎপথে থাকি তবে, ইনশাআল্লাহ জয় আমাদের অনিবার্য।''

বাঙালি জাতি অদম্য, বঙ্গবন্ধুর ভাষায় 'কেউ আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবে না'। এ দেশ এগিয়ে যাবে এবং ২০৪১ সালের মধ্যেই পৃথিবীতে একটি উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার মাধ্যমেই বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বিনির্মাণের স্বপ্ন সফল হবে, ইনশাআল্লাহ।

আমি আশা করি, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ তার ঐতিহ্য সমুন্নত রেখে সামনের দিকে এগিয়ে যাবে এবং একদিন বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মর্যাদা লাভ করবে। বিজিবি'র অব্যাহত উন্নয়ন, সমৃদ্ধি এবং বিজিবি দিবসের সফলতা কামনা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ সবাইকে।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...